জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এবং টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২৩শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 9th Sept, 1953 | ১৭শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬০ সাল

দুরদৃষ্ট ও দূরদৃষ্টি

—০—

ভারতবাসী শতকরা ৯৯ জনই ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজ এ দেশ ছাড়িয়া গেলে, ভারত যখন স্বাধীন হইবে, তখন আর কোন সুখ আসুক আর নাই আসুক, ভাত কাপড়ের অভাব হইবে না। ভারতের স্বাধীনতা আসা দেখিবার আগেই যাঁহারা অধীন ভারতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের ভাগ্যকে দোষ দিয়া বলিতাম—অমুক, অমুক ব্যক্তি আর বছর কয় বাঁচিয়া থাকিলে, স্বাধীনতা দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই তো কি হবে! মহাত্মাজী এই স্বাধীনতা আসার পূর্ব্বে এই রাজ্যকে ত্রেতা যুগের রামরাজ্যের অনুরূপ রাজ্যে পরিণত হওয়ারও আশা করিতেন। আজ মহাত্মাজীর অমর আত্মা দিব্যধাম হইতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন—তাঁহার জীবিতকালে যে সব চেলা চামুণ্ডারা তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি দেখাইয়া "বাপুজি! বাপুজি!" বলিয়া তাঁহার এবং লোকজনের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিত, আজ তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তাঁহার নাম ভাঙ্গাইয়া যে টাকা পুঁজি করিয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মপ্রসাদের সঙ্গে একটু অনুনাসিক উচ্চারণে সানন্দে বলিতেছে—'বাঃ পুঁজি! বাঃ পুঁজি!!' তবে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসে সমাধির উপরে অশ্রুপাত করিয়া ভক্তির অভিনয় করিতে ত্রুটি করিতেছে না। এ অভিনয় লোকচক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন—এই গরীব ভারতে কোনও রাজকর্ম্মচারীর ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার বেশী মাসিক বেতন হওয়া উচিত নহে। দেখিবেন—পশ্চিম বাঙলার বর্ত্তমান রাজ্যপাল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ভিন্ন তাঁহার এই নির্দ্দেশ তাঁহার ভবিষ্যতের আশা সহকর্ম্মিগণ কেহ মানেন না। তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী মহাপ্রাণদিগকে তোষণ করার জন্য সাদা চেকে স্বাক্ষর দিতে চাহিয়াও অন্তরের ভাব বুঝিতে সক্ষম হন নাই, আজ তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভারতের কর্ণধার তাঁহার সেই ধর্ম্মাবলম্বী বিশ বৎসরের বন্ধুকে অতি বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার খেয়াল পূর্ণ করার জন্য দীন ভারতের কোটি কোটি টাকার ছিনিমিনি খেলিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ জনের প্রাণ অযথা নষ্ট করিয়াছেন। যুদ্ধ প্রায় জয় হয় হয়, এমন সময়ে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া—খামখেয়ালীর জন্য আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে—আক্রান্ত নিরপরাধী গৃহস্থের মত ডাকাইতদলের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্তি লাভ করিয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া ভারতের মাথা হেট করিয়া রাজনীতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজের গোঁয়ারতুমির ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। লোকসভায় লোকসভার বরেণ্য বাঙ্গালী নেতা ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সন্দেহজনক মৃত্যুর তদন্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দিতে মহাত্মাজীর প্রিয় ভক্ত জহরলালজী যে রাজ্যের কাগজে পত্রে শীর্ষদেশে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হয় **"সত্যমেব জয়তে"** সেই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিয়া সত্য উদ্‌ঘাটনে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিতে একটুও লজ্জাবোধ করেন না। জহরলাল নেহেরুজীর বোঝা উচিত যে সমস্ত ভারতবর্ষ যাঁহার মৃত্যুকে হত্যা বলিয়া সন্দেহ করে, তাহা তিনি তদন্ত করিতে আপত্তি করিলে, শিখনেতা তারা সিংহের পত্র—যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল,—লোকে তাহা খাঁটি সত্য বলিয়া মানিয়া লইবে।

ভারত বিভাগ করিয়া সেই পুণ্যের ফলে বর্ত্তমান স্বাধীনতালাভ কর্ত্তাদের দূরদৃষ্টি ও বাঙলার দুরদৃষ্টের জলন্ত প্রমাণ। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাঙলাকে **"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি। সকল দেশের রাণী সে যে আমার বঙ্গভূমি!"** বলিয়া জোর গলায় গান করিয়া সারা দেশকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, আজ সেই বঙ্গভূমির গৃহহীন উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্গতি ও তাহাদের দলে দলে পশ্চিম বঙ্গে আগমন জন্য পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীবর্গের দুর্দ্দশা দূর করার ওজর দেখাইয়া পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নব নব পরিকল্পনার খেয়ালে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ দেখিলে আমাদের দুরদৃষ্ট হুজুরের দূরদৃষ্টির একটা জমা খরচ করিতে আমরা আমাদের জাঁদরেল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট সসম্মানে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, এই রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করার পর, দলে দলে মনের মানুষগুলির কল্যাণ করা ছাড়া, বাঙলার রাজকোষ হইতে কত কোটি টাকা খরচ করিয়া পশ্চিম বাঙলার অধিবাসীবর্গের হিতার্থে কি কি সৎকর্ম্ম করিয়া লোকহৃদয়ে লোকপ্রিয় মন্ত্রী হইবার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন, পশ্চিম বাঙলার প্রচার বিভাগের প্রকাশিত রঙবেরঙের কাগজে তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়া নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে আজ্ঞা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জনমতের মর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়া তাঁহার সুসঙ্গীতে সঙ্গত করার মত খলিফ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এম. এল. সি. মহোদয়কে "দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী," "অখাদ্য মন্ত্রী" প্রভৃতি আখ্যা পাওয়ার পরও পুনরায় খাদ্য মন্ত্রীর পদে বাহাল করিয়াছেন—তিনি সেদিন রোটারী ক্লাবে বলিয়াছেন—বাঙলা শুধু ভাতের কাঙাল নয়, ডাল, তরকারী মাছ, দুধ, ঘি, সব জিনিসই বাঙলায় দুষ্প্রাপ্য। তিনি আবার সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ দেশ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে। তাঁহার এই দূরদৃষ্টি অবিশ্বাস করা যায় না, যদিও তথাকথিত বেতনভোগী দেশসেবকের কথার সত্যতা বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি আর হয় না; তবুও **আটান্ন** শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বুঝিলাম—**আটা + অন্ন = আটান্ন**। যদি আমাদের অনুমান ঠিক হয় তবে আমরাও দেবের প্রসাদে বঞ্চিত হইয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইব। পাঠকগণও আমাদের "দুরদৃষ্ট ও দূরদৃষ্টির" প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না।

কাশ্মীর-জম্মুর

বক্সী গোলাম মহম্মদ সরকার জিন্দাবাদ

ভারত ছয় বৎসরে যাহা পারে নাই। ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল্লাকে বন্দী করার পর নূতন

কাশ্মীর-জম্মু সরকার সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন স্কুল কলেজে বিনামূল্যে প্রাইমারী হইতে এম. এ. পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে জম্মু ও কাশ্মীরে আট টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

আগামী ২৭শে ভাদ্র রবিবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগারের শাখায় (হরি সভায়) রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার সাধারণ অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে জনসাধারণকে উপস্থিত থাকিবার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। নিবেদন ইতি ২১শে ভাদ্র, ১৩৬০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, সহ-সম্পাদক।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৯১ খাং ডিঃ শোভেন্দ্রনাথ মজুমদার দেং দরেশ সেখ দাবি ২১৸৶০ থানা ফরাক্কা মৌজে কামাত আকুড়া ১২ শতকের কাত ২৶০ আঃ ৫৲ খং ১৫০০

৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং নাদু সেখ দাবি ৩১/৩ মৌজাদি ঐ ৩৯ শতকের কাত ৪৶১৭॥ আঃ ১৫৲ খং ১৫০০

৯৪ খাং ডিঃ ঐ দেং দুঃখনী মণ্ডলানী দাবি ২৭৸৯ মৌজাদি ঐ ৯১ শতকের কাত ৩॥/১৮ আঃ ৫৲ খং ১৪৮১

৯৫ খাং ডিঃ ঐ দেং সেকেন্দর সেখ দিং দাবি ২১৲ মৌজাদি ঐ ৪১ শতকের কাত ১॥৵১৫ আঃ ৫৲ খং ১৫০০

১০ মনি ডিঃ বিমলেন্দুনাথ সরকার দিং দেং প্রভাতকুমার দাস দাবি ১৪৪॥৶৯ পাই মৌজে আমুহা ৩০ শতকের কাত ৸১৫ আঃ ৩০৲ খং ৬৭২

১১ মনি ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৫৶৯ পাই মৌজে ঐ ২৫ শতকের কাত ৶১৫ আঃ ৩২৲ খং ৬৭২

"প্ল্যানটেন" মানে কলা

দেশের লোকে যতই কেন
করুক ভ্যান ভ্যান—
কর্ত্তারা করিবে রোজ
নূতন নূতন প্ল্যান!
দশটা প্ল্যান যোগ করে
"প্ল্যান" "টেন" হয়
"প্ল্যানটেন" ইংরাজীতে
কদলীকে কয়।
ধানাই পানাই কর
কর বলাবলি—
বেদাগ রহিবে তারা
দেখায়ে কদলী।
যাহাদের বলেছিলে
"কুইট ইণ্ডিয়া"
সব প্ল্যান করা হবে
তাহাদের দিয়া।
দেনায় ডুবিয়া যাবে
ভারতের গলা—
বুঝিবে প্ল্যানটেন মানে
সত্যি সত্যি কলা।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।